ইউনিট

৭

রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ভূমিকা

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কেবলমাত্র ভৌগোলিক এলাকা থাকলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এগুলোও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসমষ্টি থাকা সত্ত্বেও সমাজ ও অন্যান্য সংঘগুলো রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক কিন্তু সমাজ বা সংঘের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়। সমাজ ও সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। সার্বভৌমত্বই রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান যা একটা মানব সমাজ বা সংগঠনকে রাষ্ট্রে পরিণত করে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য, বৃটিশ ডোমিনিয়নসমূহ, বৃটিশ কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ, জি-৭, আসিয়ান, সার্ক, ও,আই,সি এবং ওপেক রাষ্ট্র নয়। অবশ্য আধুনিক রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে বেশি আগ্রহী। রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সরকারের সকল অঙ্গ ও সংগঠনের গঠন ও কার্যকলাপ নিয়ে যে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে। রাষ্ট্র-কাঠামোর উপর রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি আচ্ছাদন। রাজনৈতিক ব্যবস্থাই রাষ্ট্রকে সচল করে রাষ্ট্রের কাজ সম্পাদন করে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পাঠ- ১ : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও উপাদান।

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.১.১ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিদ্যমান। রাষ্ট্রে কেউ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেন। অন্যরা আনুগত্য দান করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র।" পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এবং সুন্দর ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা গঠনের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বলেন, "কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সংগঠিত জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।" রাষ্ট্রের সবচাইতে সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক গার্নার। তাঁর মতে, "রাষ্ট্র হল কম বা বেশি এমন একটি জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং যাদের এমন একটি সংগঠিত সরকার রয়েছে যার প্রতি অধিকাংশ অধিবাসীই স্বভাবজাত আনুগত্য পোষণ করে।" সুতরাং রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান।

৭.১.২ রাষ্ট্রের উপাদান

অধ্যাপক গার্নারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা রাষ্ট্রের চারটি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। এগুলো হচ্ছে : (ক) জনসমষ্টি, (খ) নির্দিষ্ট ভূখন্ড, (গ) সংগঠিত সরকার এবং (ঘ) সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্রের উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হল :

(ক) জনসমষ্টি– জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্রকে কল্পনা করা যায় না। জঙ্গলে বা মরুভূমিতে রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। কোন ভূখন্ডে একটি জনসমষ্টি স্থায়ীভাবে বসবাস করলেই কেবল রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। তবে জনসংখ্যা কত হবে সে ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। যেমন, বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা একশ ৪০ কোটি, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৪৪ লাখ কোটি অথচ স্যান মারিনোর জনসংখ্যা মাত্র বার হাজারের কিছু উপরে।

(খ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড– নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভূখণ্ড ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। জনসংখ্যার বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অবশ্যই দরকার। ভূখণ্ড বলতে কেবলমাত্র স্থলভাগকে বুঝায় না। স্থলভূমি, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের নদ-নদী, রাষ্ট্রের সীমানায় প্রবাহিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাগর ও মহাসাগরের জলসীমা এবং স্থলভূমি ও জলসীমার উপরিস্থিত আকাশভাগ ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। জনসংখ্যার মত ভূখণ্ডেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। রাষ্ট্রের আয়তন বড় হতে পারে আবার ছোটও হতে পারে। মনাকো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ছোট রাষ্ট্র। এর আয়তন মাত্র ২.৫ বর্গ কিলোমিটার, অপরপক্ষে বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। আর চীনের আয়তন প্রায় ৯৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। রাষ্ট্রের ভূখন্ড ভৌগোলিক দিক থেকে অখন্ড হতে পারে আবার খন্ডিতও হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও হাওয়াই অঙ্গরাজ্য মূল ভূখন্ড থেকে অনেক দূরে। আবার ইন্দোনেশিয়া প্রায় তিন হাজার দুইশো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

(গ) সংগঠিত সরকার– সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ ও বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার প্রয়োজন। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সরকার বলতে সেই জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার কাজের সাথে জড়িত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে সরকার বলতে সকল জনসাধারণকেই বুঝায়। কেননা জনসাধারণই আইন পরিষদ ও শাসনবিভাগের কর্মকর্তাদের নির্বাচন করে। বস্তুত সরকার জনগণের প্রতিনিধি।

(ঘ) সার্বভৌমত্ব– সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও চরম ক্ষমতাই সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্বের কারণেই একটি জনসমাজ রাষ্ট্রে পরিণত হয়, আবার সার্বভৌমত্বের অবসানের ফলেই একটি রাষ্ট্র একটি জনসমাজ বা সংঘে পরিণত হয়। এই ক্ষমতাবলে একটি জনসমাজ অন্য জনসমাজের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে এবং নিজ এলাকার জনসমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সার্বভৌমত্বের বলেই রাষ্ট্র তার নিজস্ব সীমানায় অন্তর্গত সমস্ত জনগোষ্ঠী এবং সমাজ ও সংঘকে নিয়ন্ত্রণ করে। সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক আছে– অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের বলে রাষ্ট্র তার সমস্ত জনগোষ্ঠী ও সংঘের আনুগত্য আদায় করে এবং বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের বলে অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম, অবিভাজ্য, চরম ও অহস্তান্তর-যোগ্য। এটি এমন এক ক্ষমতা যার ঊর্ধ্বে আর কোন ক্ষমতা নেই।

সার-সংক্ষেপ

মানুষ রাজনৈতিক জীব। সে রাষ্ট্রে বসবাস করে। অধ্যাপক গার্নারের মতে রাষ্ট্র এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে, যারা বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত এবং যাদের এমন একটি সরকার থাকে যার প্রতি অধিকাংশ অধিবাসীই স্বভাবজাত আনুগত্য প্রকাশ করে। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এই চারটি উপাদানে রাষ্ট্র গঠিত। কোন একটি উপাদানের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কোন সীমারেখা নেই। সরকার রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি। অনেকে ভুল করে রাষ্ট্রকে সরকার মনে করে, কিন্তু সরকার রাষ্ট্রের কর্ণধারমাত্র। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এমন একটি ক্ষমতা যার ঊর্ধ্বে আর কোন ক্ষমতা নেই। সার্বভৌমত্বের পরশেই একটি সমাজ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আবার সার্বভৌমত্বের অনুপস্থিতিতে একটি রাষ্ট্র জনসমাজে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায় ?

ক. জনগণ	খ. একদল লোক
গ. জনসমষ্টি	ঘ. জনসংঘ

২। রাষ্ট্রের উপাদান কোনটি ?

ক. ভূখন্ড	খ. জনসংঘ
গ. নদীনালা	ঘ. বনভূমি

৩। কোন্‌টি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ?

ক. জনসমষ্টি	খ. সার্বভৌমত্ব
গ. ভূখন্ড	ঘ. সরকার

পাঠ ২ : রাষ্ট্রের সাথে সমাজ, অন্যান্য সংঘ ও সরকারের পার্থক্য

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.২.১ রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য করেননি। সমাজকে অনেক সময় রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রকে সমাজ বলা হয়েছে। আজকাল সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক মনে করা হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় :

(১) রাষ্ট্র ও সমাজের সংগঠন আলাদা– সমাজ হল মানুষের সামাজিক সম্পর্কের রূপ। কোন বিশেষ বা সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজ গঠিত হয়। অথচ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুবিধ এবং রাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত।

(২) সমাজের নির্দিষ্ট সীমানা নেই, রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে– রাষ্ট্রের ভিতরে সমাজের অবস্থান হতে পারে আবার সমাজের সীমানা রাষ্ট্রের সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে পারে। সমাজ বিশ্বব্যাপীও হতে পারে, যেমন– রেডক্রস সোসাইটি, ইসলামিক সমাজ ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্র একাধিক সমাজকে নিয়ে সংগঠিত হতে পারে আবার একটি সমাজের মধ্যে একাধিক রাষ্ট্র থাকতে পারে।

(৩) রাষ্ট্র সংগঠিত কিন্তু সমাজ সংগঠিত নাও হতে পারে– রাষ্ট্র সংগঠিত। কারণ রাষ্ট্র হল আইনের দ্বারা সুসংগঠিত জনসমষ্টি। এখানে শাসক-শাসিতের সুদৃঢ় বন্ধন থাকে। কিন্তু সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই অসংহত। সমাজের সদস্যদের উপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিথিল। ম্যাকাইভার বলেন, সামাজিক বিবর্তনের প্রথমাবস্থায় শিকারী, জেলে, খননকারী ও ফল সংগ্রহকারী বলে মানুষের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক শ্রেণী ছিল বটে; কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। এস্কিমোরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে, কিন্তু তারা তেমনভাবে সংগঠিত নয় বলে রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি।

(৪) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই– রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতাবলে জনসাধারণের উপর আইন আরোপ করতে পারে ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আইন বলবৎ করে। কিন্তু সমাজ প্রথা, রীতিনীতি, নৈতিকতা ও সামাজিক বয়কটের মাধ্যমে সমাজের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্র প্রয়োজনে জরিমানা, জেল ও মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। বার্কার যথার্থই বলেছেন, "স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত। শুভেচ্ছাই এর শক্তি এবং নমনীয়তাই এর পদ্ধতি। অপরপক্ষে রাষ্ট্র যান্ত্রিক কার্যপ্রণালীবদ্ধ, বলপ্রয়োগই এর শক্তি এবং অনমনীয়তাই এর পদ্ধতি।"

(৫) রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক, কিন্তু সমাজের সদস্যপদ অভ্যাসগত ও ঐচ্ছিক– রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক। জন্মের পরই মানুষ রাষ্ট্রের সদস্য হয়। সে রাষ্ট্রকে অস্বীকার করতে পারে না। অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিজ রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু সমাজের সদস্যপদ অভ্যাসগত বা ঐচ্ছিক। কেউ কোন সমাজের সদস্য নাও হতে পারে অথবা সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে। একই সাথে অনেক সমাজের সদস্য হওয়া যায় কিন্তু একই সাথে একাধিক রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া যায় না।

(৬) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মূলত রাজনৈতিক কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য সর্বব্যাপী– রাষ্ট্র নাগরিকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং রাজনৈতিক কার্যাবলীর সহিত জড়িত অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কাজ করে। রাষ্ট্র সব ধরনের ইহজাগতিক ও পরজাগতিক কাজ করে না। অপরপক্ষে সমাজের কাজ বহুবিধ। সমাজ সমাজবদ্ধ মানুষের প্রায় সব ধরনের ইহজাগতিক ও পরজাগতিক কাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আবার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ ধরনের সমাজও গঠিত হয়।

(৭) রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠনের নির্মাতা– রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজ এবং সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র পরস্পর অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ও সমাজকে টেনে বের করে আলাদা করা যায় না। একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবে এই সম্মিলিত ও সমান্তরাল অবস্থানের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রভাব বেশি। রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠনের কাঠামো প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে। বার্কার যথার্থই বলেছেন, "সমাজ রাষ্ট্রের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ না হলে টিকে থাকতে পারে না।" রাষ্ট্র সামাজিক জীবন বিধানকে রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য থাকলেও তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজের উপর যেমন রাষ্ট্রের প্রভাব থাকে তেমনি সমাজও রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে।

৭.২.২ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ

মানুষ একা বাস করতে পারে না। সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করা মানুষের স্বভাব। নিরাপত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক কারণে মানুষ সংঘ গঠন করে। রাষ্ট্রও একটি সংগঠন। এরিস্টটলের মতে, "রাষ্ট্র সংঘসমূহের সংঘ এবং এজন্য সর্বাপেক্ষা বড় সংঘ।" সংঘ বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় কিন্তু রাষ্ট্র পরিপূর্ণ ও স্বয়ম্ভর জীবনের জন্য গঠিত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে গঠিত সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, খেলাধুলা ও অন্যান্য সামাজিক সংঘকে রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত করে। রাষ্ট্র ও সংঘের পার্থক্য নিম্নরূপ :

(১) রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে কিন্তু সংঘের কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ড নেই– রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সীমারেখা থাকে। কিন্তু সংঘের নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না। সংঘ রাষ্ট্রের ভিতরে গঠিত হতে পারে আবার রাষ্ট্রের সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এমনকি বিশ্বব্যাপীও হতে পারে। যেমন– অলিম্পিক এসোসিয়েশন।

(২) রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য বহুবিধ এবং বিভিন্নমুখী কিন্তু সংঘ বিশেষ একটি অথবা কয়েকটি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়– রাষ্ট্র জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কৃষ্টিমূলক এবং সামাজিক কাজ করে। অপরপক্ষে কোন সংঘ, যেমন– বণিক সংঘ কেবলমাত্র ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ করে।

(৩) রাষ্ট্র স্থায়ী কিন্তু সংঘ অস্থায়ী– রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সংঘ অস্থায়ী সংগঠন। বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের পর সংঘ বিলুপ্ত হতে পারে।

(৪) রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক কিন্তু সংঘের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়– রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক। মানুষকে কোন এক রাষ্ট্রের সদস্য হতেই হয়। কিন্তু সংঘের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়। কোন একটি সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করা বা সদস্যপদ ত্যাগ করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। আবার একই সাথে অনেকগুলো সংঘের সদস্যপদও গ্রহণ করা যায়।

(৫) রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে কিন্তু সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই– সংঘ তার সদস্যদের উপর বলপ্রয়োগ করে আনুগত্য আদায় করতে পারে না। অপরপক্ষে রাষ্ট্র ব্যক্তির উপর বা ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সংঘকে বলপ্রয়োগের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

রাষ্ট্র ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন সংঘ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রও সংঘগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এদিক দিয়ে এরা একে অপরের পরিপূরক।

৭.২.৩ রাষ্ট্র ও সরকার

সাধারণ মানুষ অনেক সময় রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। অনেক সময় সরকার নিজের কাজকে রাষ্ট্রের কাজ বলে চালিয়ে দেয়। স্বৈরাচারী শাসকগণ রাষ্ট্রের নামে ব্যক্তির উপর চরম নিপীড়ন চালায়। ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই বলতেন, "আমিই রাষ্ট্র।" কিন্তু সরকার কখনও রাষ্ট্র নয়– রাষ্ট্রের একটি উপাদান মাত্র। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় :

(১) সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান– রাষ্ট্র চারটি উপাদানে গঠিত– জনসংখ্যা, সরকার, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সার্বভৌমত্ব। এই চারটি উপাদানের একটি হওয়ায় সরকার সমগ্রের একটি অংশ মাত্র।

(২) রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ– রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতাবলে ব্যক্তি, সংগঠন এমনকি সরকারের ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। সরকার রাষ্ট্রের নিকট হতে ক্ষমতা পেয়ে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে মাত্র।

(৩) সমগ্র জনসাধারণ নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত কিন্তু সরকার মুষ্টিমেয় জনগণ নিয়ে গঠিত– বিদেশীদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত নাগরিক নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত। কিন্তু সরকার গঠিত হয় কেবলমাত্র শাসন, আইন ও বিচারকাজে জড়িত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে। তবে বৃহত্তর অর্থে জনগণই সরকার।

(৪) রাষ্ট্র স্থায়ী কিন্তু সরকার অস্থায়ী– রাষ্ট্র স্থায়ী ও চিরন্তন। কিন্তু সরকার নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। শাসক আসে আর যায় কিন্তু রাষ্ট্র অব্যাহত থাকে।

(৫) রাষ্ট্র একই ধরনের কিন্তু সরকারের বিভিন্ন ধরন রয়েছে– বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সকল রাষ্ট্রই জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে গঠিত। কিন্তু সরকার গণতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত প্রভৃতি ধরনের হয়ে থাকে।

(৬) রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা কিন্তু সরকার একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান– রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রকে দেখা বা স্পর্শ করা যায় না। যেমন, সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্র হয় না। কিন্তু সার্বভৌমত্ব দেখা যায় না। অপরপক্ষে সরকার দৃশ্যমান জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত হয়। সরকারের কর্তাব্যক্তিদেরকে দেখা যায়।

(৭) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় না কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে করা যায়– সরকার রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহারও করে। সুতরাং কেবলমাত্র সরকারের বিরুদ্ধে কোন নাগরিক অভিযোগ করতে পারে।

(৮) রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূখণ্ডের সম্পর্ক আছে কিন্তু সরকারের সাথে ভূখন্ডের সম্পর্ক নেই– রাষ্ট্র একটি সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু সরকার কেবলমাত্র ভূখন্ডের মধ্যে অবস্থান করে না বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করে।

(৯) রাষ্ট্র অধিকারের উৎস কিন্তু সরকার অধিকারের উৎস নয়– রাষ্ট্র সংবিধানের দ্বারা জনগণের অধিকার সৃষ্টি করে। কিন্তু সরকার অধিকার সৃষ্টি করে না। সরকারের দায়িত্ব অধিকার রক্ষা করা। সরকার অধিকার রক্ষা করে এবং কখনও কখনও প্রয়োজনবোধে অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্র, সমাজ, সংঘ ও সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজ ও সংঘের নির্ধারিত সীমানা নেই, সার্বভৌমত্ব নেই, স্থায়ী সংগঠন নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্ধারিত সীমারেখা আছে, রাষ্ট্র স্থায়ী এবং এর সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। এই সার্বভৌম ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র ব্যক্তি ও ব্যক্তিদ্বারা গঠিত সমাজ ও সংঘকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যেও সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান মাত্র। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সকল রাষ্ট্রই একই ধরনের, কিন্তু সরকার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। রাষ্ট্র বিমূর্ত আর সরকার বাস্তব প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র স্থায়ী কিন্তু সরকার অস্থায়ী। রাষ্ট্র অসীম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু সরকার সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ থাকে কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রাষ্ট্রের সাথে সমাজের মূল পার্থক্য কোনটি ?
ক. রাষ্ট্র স্থায়ী কিন্তু সমাজ অস্থায়ী
খ. রাষ্ট্র সীমিত কিন্তু সমাজ অসীম
গ. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনেক কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য একটি বা একাধিক
ঘ. রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে কিন্তু সমাজের তা নেই

২। কোনটি রাষ্ট্রের আছে কিন্তু সংঘের নেই ?

ক. নির্দিষ্ট ভূখন্ড
খ. জনসমষ্টি
গ. গঠনতন্ত্র
ঘ. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

৩। রাষ্ট্র ও সরকার কি অভিন্ন ?
ক. অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন
খ. একেবারেই অভিন্ন
গ. সরকারই রাষ্ট্র
ঘ. সম্পূর্ণ ভিন্ন

৪। সরকার কোথা হতে ক্ষমতা পায় ?
ক. সংসদের নিকট হতে
খ. রাষ্ট্রের নিকট হতে
গ. সমাজের নিকট হতে
ঘ. নিজেই ক্ষমতার মালিক হয়

পাঠ ৩ : বিভিন্ন সংগঠন রাষ্ট্র কি না তার ব্যাখ্যা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ, ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন সমূহ, বৃটিশ কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ, জি-৮, আসিয়ান, সার্ক, ও আই সি এবং ওপেক রাষ্ট্র কি না তা বলতে পারবেন।

৭.৩.১ নিম্নলিখিত বিভিন্ন সংগঠন রাষ্ট্র কিনা তার ব্যাখ্যা

(১) যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ ঃ যুক্তরাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বুঝায় যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ রাষ্ট্র নয়, কারণ অঙ্গরাজ্যসমূহের সার্বভৌমত্ব নেই। দেশরক্ষা, মুদ্রা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

(২) বৃটিশ ডোমিনিয়নসমূহ : বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলো স্বাধীন দেশ। বৃটিশ রাজা বা রাণীর প্রতি আনুগত্য দেখালেও তাদের পৃথক মুদ্রা ও পতাকা রয়েছে। তারা স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ করতে পারে। এদের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। তাই ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন, যেমন– কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্র।

(৩) বৃটিশ কমনওয়েলথ : বৃটিশ কমনওয়েলথ কোন রাষ্ট্র নয়। এটি ৫৪টি রাষ্ট্রের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বৃটিশ রাজ্যের এককালের শাসনভুক্ত এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলো এই সংস্থার সদস্য। বৃটিশ কমনওয়েলথ তাই কোন রাষ্ট্র নয় বরং স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি সংস্থা।

(৪) জাতিসংঘ : জাতিসংঘ কোন রাষ্ট্র নয়। কারণ এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা। এর কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই।

(৫) জি-৮ : জি-৮ একটি সংস্থা। বিশ্বের ৮টি শিল্পোন্নত দেশ নিয়ে জি-৮ গঠিত। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, জাপান ও রাশিয়া এই ৮টি রাষ্ট্র এর সদস্য। তাই এটি নিজে কোন রাষ্ট্র নয়।

(৬) আসিয়ান (ASEAN– Association of South-East Asian Nations) : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ রক্ষা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে আসিয়ান গড়ে উঠে। আসিয়ানের কোন সার্বভৌমত্ব নেই বরং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম। তাই আসিয়ান রাষ্ট্র নয়।

(৭) সার্ক (SAARC– South Asian Association for Regional Co- operation) : সার্ক-এর পুরো নাম হচ্ছে সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা মালদ্বীপ ও আফগানস্তান এই ৮টি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সার্ক-এর সদস্য। এটি একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এর সদস্যগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। সার্ক তাই রাষ্ট্র নয়।

(৮) ও,আই,সি (OIC– Organisation of Islamic Conference) : অরগানাইজেশন অব ইসলামিক করফারেন্স বা ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এর কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। তাই এটি রাষ্ট্র নয়।

(৯) ওপেক (OPEC– Organisation of Petroleum Exporting Countries) : অরগানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ তেল উৎপাদক ও রপ্তানীকারক দেশসমূহের একটি সংস্থা। এর কোন সার্বভৌমত্ব নেই। এর সদস্য দেশগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র। তাই ওপেক রাষ্ট্র নয়।

সার-সংক্ষেপ

সকল জনপদ বা সংগঠনই রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্র হতে হলে জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব থাকা দরকার। এদের মধ্যে সার্বভৌমত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সার্বভৌমত্ব না থাকায় অনেক সংগঠন রাষ্ট্র নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলো রাষ্ট্র কেন ?
ক. জনসমষ্টি আছে
খ. ভূখন্ড আছে
গ. সরকার আছে
ঘ. সার্বভৌমত্ব আছে

২। সার্ক রাষ্ট্র নয় কেন ?
ক. জনসমষ্টি নেই
খ. সার্বভৌমত্ব নেই
গ. ভূখন্ড নেই
ঘ. সরকার নেই

৩। এককালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে কোন সংস্থার সদস্য ?
ক. আসিয়ান
খ. জি-৮
গ. কমনওয়েলথ
ঘ. ওপেক

পাঠ ৪ : রাজনৈতিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

৭.৪.১ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা

রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে যে সমস্ত সহযোগী এককের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত তাদের এমন এক ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বুঝায় যাতে কোন একটি এককের পরিবর্তন অন্য এককের ভূমিকাতে পরিবর্তন ঘটায়। ডেভিড ইষ্টনের মতে, "রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সামাজিক ব্যবস্থার সেই অংশ যা সেবা ও দ্রব্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ সাধন করে থাকে।" গ্যব্রিয়েল আলমন্ডের মতে, "রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে সকল স্বাধীন সমাজে দৃষ্ট সেই পরস্পর ক্রিয়াশীল ব্যবস্থাকে বুঝায় যা কম-বেশি বৈধ দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে বা প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে এর অখন্ডতা বজায় রাখে এবং একে যুগোপযোগী করে তোলে"। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল কোন সমাজের সেই সকল ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। রাষ্ট্রের সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সরকারের সকল অঙ্গ ও সংগঠনের গঠন ও কার্যকলাপ নিয়ে যে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

৭.৪.২ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রের সর্ম্পক ও পার্থক্য

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকে ভুলবশত কেউ কেউ একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান। তবে একথা ঠিক যে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নিচে এদের সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা করা হল ঃ

সম্পর্ক– রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিবিড়। রাষ্ট্র ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কল্পনা করা যায় না। আবার রাষ্ট্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ একক।

রাষ্ট্র-কাঠামোর উপর রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি আচ্ছাদন। রাজনৈতিক ব্যবস্থাই রাষ্ট্রকে সচল করে এবং রাষ্ট্রের কাজ সম্পাদন করে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সুতরাং এদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

পার্থক্য– রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের মধ্যে গভীর সর্ম্পক থাকলেও এরা অভিন্ন নয় বরং আলাদা। রাষ্ট্র সার্বভৌম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতা চর্চার এবং কার্যাদি সম্পন্ন করার এজেন্ট মাত্র। রাজনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে সিদ্ধান্তরূপে বাস্তবায়ন করে।

রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙক্ষার অভিব্যক্তিরূপে যখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ধরন, কাঠামো ও আচরণের পরিবর্তন ঘটে তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এতে রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি এক ও অভিন্ন। সকল রাষ্ট্রই তার জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে গড়ে উঠে। এই চারটি উপাদান রাষ্ট্রের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য নেই। এর বৈশিষ্ট্যগুলো সচল বিধায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভিন্ন ধরনের। এক একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এক এক ধরনের। তারা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নানাভাবে এবং নানা নামে অভিহিত করেছেন। যেমন আলমন্ড রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইঙ্গ-মার্কিন ব্যবস্থা, কন্টিনেন্টাল ইউরোপীয় ব্যবস্থা, প্রাক শিল্পোন্নত ব্যবস্থা এবং সর্বাত্মক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বিভক্ত করেছেন।

বস্তুত রাষ্ট্র হল রাজনৈতিক সংগঠন। আর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সমাজ, শাসনতান্ত্রিক অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি সামগ্রিক রূপ।

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে যে সমস্ত সহযোগী এককের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠিত তাদের এমন এক ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে বুঝায় যাতে কোন একটি এককের পরিবর্তন অন্য এককেরও ভূমিকার পরিবর্তন ঘটায়। এটি রাজনৈতিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সরকারের অঙ্গ ও গঠনপ্রকৃতি, কার্যকলাপের ধরন, নাগরিকদের রাজনৈতিক আচরণ প্রভৃতির এক সমন্বিত রূপ। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের স্বরূপ প্রকাশ পায়। রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থার চিরন্তন ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্য নেই। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় ?

ক. রাষ্ট্র ও সরকার খ. সরকার ও সংসদ
গ. শাসন কাঠামোর সকল অংশ ঘ. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা

২। কোনটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ?

ক. সরকার খ. রাজনৈতিক ব্যবস্থা
গ. সংঘ ঘ. রাষ্ট্র

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। রাষ্ট্র কি? –অনুচ্ছেদ ৭.১.১ থেকে গার্নারের সংজ্ঞাটি লিখুন।
২। রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি ও কি কি ? –৭.১.২ প্রথম অনুচ্ছেদ
৩। সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝেন ? –৭.১.২ (ঘ)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিন। রাষ্ট্রের উপাদানগুলোর বিবরণ দিন। –৭.১.১ ও ৭.১.২
২। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখান। –৭.২.৩
৩। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের সম্পর্ক আলোচনা করুন। –৭.২.২
৪। রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য বর্ণনা করুন। –৭.২.১
৫। নিম্নলিখিতগুলো রাষ্ট্র কিনা ব্যাখ্যা করুন।
যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ, বৃটিশ ডোমিনিয়ন, কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ, সার্ক, আশিয়ান, ওপেক, জি-৮, ওআইসি। –৭.৩.১
৬। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়? রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক আলোচনা করুন। –৭.৪.১ ও ৭.৪.২

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। গ ২। ঘ